

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখেরাতে বিশ্বাস মানব জীবনে কী পরিবর্তন আনে ?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারায়াত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Taniya Arefin

রোলঃ 23100120666

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখেরাতে বিশ্বাস মানব জীবনে কী পরিবর্তন আনে ?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারীফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Taniya Arefin

রোলঃ 23100120666

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ আখেরাতে বিশ্বাস মানব জীবনে কী পরিবর্তন আনে ? ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Taniya Arefin, আইডিঃ 23100120666 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারীফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আখেরাতে বিশ্বাস মানব জীবনে কী পরিবর্তন আনে ? ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারীফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Taniya Arefin

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Taniya Arefin

আইডিঃ 23100120666

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১. ভূমিকা.....	8
জীবনের বাস্তবতা	9
মৃত্যু ও আখেরাতের ধারণা.....	9
বিষয়টির গুরুত্ব.....	10
অধ্যায় ২. অনিবার্য মৃত্যুর ডাক.....	11
মৃত্যুর অর্থ ও সত্যতা.....	11
পৃথিবীতে মৃত্যুর অনিবার্যতা.....	12
কুরআন ও হাদিসে মৃত্যুর আলোচনা.....	13
মৃত্যুচিন্তার প্রভাব.....	14
মানুষের অসহায়ত্ব ও দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব	15
অধ্যায় ৩. মৃত্যুর পরবর্তী জীবন	16
মৃত্যুর পর কী ঘটে	17
রুহের অবস্থা.....	18
বারযাখ বা কবরের জীবন.....	19
কবরের শান্তি ও শাস্তি	20
কবরের শাস্তি	21
শিক্ষা	22
অধ্যায় ৪. মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন.....	22
মুনকার ও নাকীর কারা	23
কবরের প্রশ্নের উদ্দেশ্য.....	23
প্রধান তিনটি প্রশ্ন.....	24
মুমিনের উত্তর	25
কাফির ও মুনাফিকের অবস্থা.....	25

কবরের শিক্ষা	26
অধ্যায় ৫. আখেরাতের ধারণা.....	27
আখেরাত কী.....	27
দুনিয়া ও আখেরাতের পার্থক্য.....	28
আখেরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব	28
ইসলামে আখেরাতের স্থান	29
অধ্যায় ৬. কিয়ামতের আলামত	30
ছোট আলামত	30
বড় আলামত	31
সমাজের পরিবর্তন ও ফিতনা	31
কিয়ামতের ভয়াবহতা.....	32
অধ্যায় ৭. পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশ	33
শিক্ষায় ফুঁ দেওয়া	33
মৃতদের পুনর্জীবিত করা.....	33
আমলনামা প্রদান.....	34
মিজান (কর্মের ওজন)	34
পুলসিরাত	34
আল্লাহর বিচার	35
অধ্যায় ৮. জান্নাত ও জাহান্নাম.....	35
জান্নাত.....	35
জান্নাতের নেয়ামত.....	36
জান্নাতীদের জীবন	36
জান্নাত লাভের উপায়.....	37
জাহান্নাম	37

জাহান্নামের শাস্তি	38
পাপের পরিণতি.....	38
জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়	39
শিক্ষা	39
অধ্যায় ৯. আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব	40
নৈতিকতা ও মানবতা.....	40
আল্লাহভীতি সৃষ্টি.....	41
পাপ থেকে বিরত থাকা	41
ধৈর্য ও আত্মশুদ্ধি	42
সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা.....	42
অধ্যায় ১০. ইসলামী দৃষ্টিতে সফল জীবন	43
ঈমান ও আমলের গুরুত্ব	43
নামাজ, রোজা ও ইবাদত	43
মানুষের হক আদায়.....	44
তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা.....	44
সুন্নাহ অনুসরণ	45
অধ্যায় ১১. শিক্ষা ও উপলব্ধি.....	45
দুনিয়ার জীবন সাময়িক.....	46
মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন	46
সময়ের মূল্য.....	47
সৎকর্মের গুরুত্ব	47
অধ্যায় ১২. উপসংহার.....	48
মৃত্যুর অনিবার্যতা.....	49
আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন	49

মানুষের করণীয়	50
সফলতার প্রকৃত অর্থ.....	50

অধ্যায় ১. ভূমিকা

মানবজীবন একটি ক্ষণস্থায়ী সফর। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ নানা সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, সফলতা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিক্রম করে। পৃথিবীর সবকিছুই পরিবর্তনশীল এবং একসময় ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের পর রয়েছে এক চিরস্থায়ী জীবন, যাকে আখেরাত বলা হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবন কেবল একটি পরীক্ষা। মানুষকে এখানে পাঠানো হয়েছে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য বোঝার জন্য। মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের পার্থিব জীবনের সমাপ্তি ঘটলেও তার প্রকৃত জীবন তখনই শুরু হয়। তাই মৃত্যু ও আখেরাতের ধারণা মানুষের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও দায়িত্বশীল হতে শিক্ষা দেয়। কারণ মানুষ জানে, পৃথিবীতে তার প্রতিটি কাজের হিসাব একদিন আল্লাহর সামনে দিতে হবে। এই বিশ্বাস মানুষকে অন্যায় ও পাপ থেকে দূরে রাখে এবং নেক কাজের প্রতি উৎসাহিত করে।

জীবনের বাস্তবতা

পৃথিবীর জীবন অত্যন্ত অস্থায়ী ও অনিশ্চিত। মানুষ আজ যে অবস্থানে রয়েছে, কাল সে অবস্থান পরিবর্তিত হতে পারে। ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য, ক্ষমতা কিংবা খ্যাতি—কিছুই চিরস্থায়ী নয়। মানুষ জন্ম নেয়, বড় হয়, বার্ধক্যে পৌঁছে এবং একসময় মৃত্যুবরণ করে। এটাই জীবনের বাস্তবতা।

মানুষ সাধারণত দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাতকে ভুলে যায়। সে মনে করে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই সবকিছু। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, পৃথিবীর জীবন একটি সাময়িক পরীক্ষা মাত্র। এখানে মানুষের প্রতিটি কাজ লিপিবদ্ধ হচ্ছে এবং একদিন তার বিচার করা হবে।

জীবনের বাস্তবতা উপলব্ধি করলে মানুষ অহংকার, হিংসা ও লোভ থেকে দূরে থাকতে পারে। সে বুঝতে শেখে যে মানুষের আসল মর্যাদা সম্পদে নয়, বরং তার চরিত্র, ঈমান ও সৎকর্মে।

এই পৃথিবীতে কেউ স্থায়ী নয়। রাজা-বাদশাহ, ধনী-গরিব, জ্ঞানী-অজ্ঞান—সবাইকে একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই মানুষের উচিত ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পেছনে অন্ধভাবে ছুটে না গিয়ে চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

মৃত্যু ও আখেরাতের ধারণা

মৃত্যু হলো মানুষের পার্থিব জীবনের সমাপ্তি এবং আখেরাতের জীবনের সূচনা। ইসলামে মৃত্যু কোনো শেষ নয়; বরং এটি এক নতুন জগতের প্রবেশদ্বার। মৃত্যুর পর মানুষ কবরের জীবনে প্রবেশ করবে এবং এরপর কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে।

আখেরাত এমন একটি জীবন, যার কোনো শেষ নেই। দুনিয়ার জীবন কয়েক বছরের হলেও আখেরাতের জীবন চিরন্তন। সেখানে মানুষ তার দুনিয়ার কাজ অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তি লাভ করবে।

পবিত্র কুরআনে বহুবার আখেরাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মানুষ দুনিয়ার মোহে পড়ে নিজেদের দায়িত্ব ভুলে না যায়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী:

- সৎকর্মশীল মানুষ জান্নাত লাভ করবে
- অন্যায়কারী ও অবাধ্যরা জাহান্নামের শাস্তির সম্মুখীন হবে

মৃত্যু ও আখেরাতের ধারণা মানুষকে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক জীবনের দিকে আহ্বান জানায়। কারণ মানুষ জানে, পৃথিবীর প্রতিটি কাজের জবাবদিহি করতে হবে।

বিষয়টির গুরুত্ব

আখেরাত ও মৃত্যুচিন্তার গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর। এটি শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস নয়; বরং মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের ওপর বড় প্রভাব ফেলে।

যখন মানুষ মৃত্যুর কথা স্মরণ করে, তখন সে পাপ ও অন্যায় থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। কারণ সে উপলব্ধি করে যে দুনিয়ার সবকিছু একদিন শেষ হয়ে যাবে। এই চিন্তা মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে এবং তাকে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করে।

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস সমাজেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। মানুষ যদি বিশ্বাস করে যে একদিন তার বিচার হবে, তবে সে প্রতারণা, জুলুম ও অন্যায় করতে ভয় পাবে। ফলে সমাজে ন্যায়, শান্তি ও মানবতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

এ বিষয়টি মানুষের আত্মিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মৃত্যুর চিন্তা মানুষকে বিনয়ী করে তোলে এবং তাকে সময়ের মূল্য বুঝতে শেখায়। সে উপলব্ধি করে যে পৃথিবীর জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত এবং প্রকৃত সফলতা আখেরাতের সফলতায় নিহিত।

তাই প্রতিটি মানুষের উচিত মৃত্যু ও আখেরাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। কারণ দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী হলেও আখেরাতের জীবন অনন্ত ও চিরস্থায়ী।

অধ্যায় ২. অনিবার্য মৃত্যুর ডাক

মৃত্যু মানবজীবনের এক চিরন্তন ও অবশ্যম্ভাবী সত্য। পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া প্রতিটি প্রাণীকেই একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মানুষ যতই শক্তিশালী, ধনী কিংবা প্রভাবশালী হোক না কেন, মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রক্ষা পায় না। এটি এমন এক বাস্তবতা, যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

দুনিয়ার জীবন অস্থায়ী এবং ক্ষণস্থায়ী। মানুষ এখানে কিছু সময় অবস্থান করে, তারপর তাকে চলে যেতে হয়। মৃত্যুর মাধ্যমেই মানুষের পার্থিব জীবনের সমাপ্তি ঘটে এবং শুরু হয় আখেরাতের অনন্ত জীবন। তাই মৃত্যু শুধু একটি সমাপ্তি নয়; বরং এটি মানুষকে তার প্রকৃত গন্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইসলামে মৃত্যুকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ মৃত্যুচিন্তা মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করে এবং মানুষকে নেক আমলের দিকে উৎসাহিত করে।

মৃত্যুর অর্থ ও সত্যতা

মৃত্যু শব্দের অর্থ হলো জীবনের সমাপ্তি বা আত্মার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। ইসলামী দৃষ্টিতে মৃত্যু কোনো ধ্বংস নয়; বরং এটি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় স্থানান্তর।

মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার দুনিয়ার জীবন শেষ হয়, কিন্তু তার অস্তিত্ব শেষ হয় না। বরং সে আখেরাতের জীবনের দিকে অগ্রসর হয়। তাই মৃত্যু হলো চিরস্থায়ী জীবনের প্রথম ধাপ।

মৃত্যুর সত্যতা পৃথিবীর সবচেয়ে নিশ্চিত বিষয়। পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই, যে মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পেরেছে। ইতিহাসের অসংখ্য রাজা-বাদশাহ, জ্ঞানী, ধনী ও শক্তিশালী মানুষ মৃত্যুর কাছে পরাজিত হয়েছে।

মানুষ অনেক সময় দুনিয়ার মোহে পড়ে মৃত্যুকে ভুলে যায়। কিন্তু মৃত্যু সবসময় মানুষের খুব কাছেই অবস্থান করছে। কখন, কোথায় এবং কীভাবে মৃত্যু আসবে—তা কেউ জানে না। এই অনিশ্চয়তাই মানুষকে সতর্ক ও সচেতন হতে শিক্ষা দেয়।

পৃথিবীতে মৃত্যুর অনিবার্যতা

পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর জন্য মৃত্যু অবধারিত। মানুষ, পশু-পাখি, গাছপালা—সবকিছুরই একসময় সমাপ্তি ঘটে। আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছুকে ধ্বংসশীল করেছেন এবং কেবল তিনিই চিরস্থায়ী।

মানুষ যতই উন্নত প্রযুক্তি আবিষ্কার করুক বা চিকিৎসাবিজ্ঞানে অগ্রসর হোক না কেন, মৃত্যুকে থামানোর ক্ষমতা তার নেই। কেউ হয়তো কিছুদিন জীবন বাড়াতে পারে, কিন্তু মৃত্যুকে চিরতরে বন্ধ করতে পারে না।

মৃত্যুর অনিবার্যতা মানুষকে এই শিক্ষা দেয় যে দুনিয়ার জীবন নিয়ে অহংকার করার কিছু নেই। ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য, ক্ষমতা ও খ্যাতি সবই একদিন শেষ হয়ে যাবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক শক্তিশালী শাসক ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন, যারা নিজেদের অমর মনে করত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরও মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। তাই মানুষ যত বড়ই হোক, মৃত্যুর সামনে সবাই সমান।

কুরআন ও হাদিসে মৃত্যুর আলোচনা

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে মৃত্যুর বিষয়ে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ মানুষকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাতকে ভুলে না যায়।

কুরআনে বলা হয়েছে:

“প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।”

এই আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে মৃত্যু সবার জন্য অবধারিত।

আরও বলা হয়েছে:

“তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবে, যদিও তোমরা সুদূর দুর্গে অবস্থান করো।”

এই আয়াত মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যে মৃত্যুর হাত থেকে পালানোর কোনো উপায় নেই। রাসূল মুহাম্মদ (সা.) মানুষকে বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মৃত্যুর স্মরণ মানুষের অন্তরকে নম্র করে এবং দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি কমিয়ে দেয়।

হাদিসে আরও এসেছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই, যে মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং নিজের আমলের হিসাব নেয়।

মৃত্যুচিন্তার প্রভাব

মৃত্যুচিন্তা মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। যে ব্যক্তি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে, সে নিজের কাজের ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে যে দুনিয়ার জীবন খুবই অল্প সময়ের এবং একদিন তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে।

মৃত্যুচিন্তা মানুষকে:

- পাপ ও অন্যায় থেকে দূরে রাখে
- সৎকর্মে উৎসাহিত করে
- অহংকার কমায়
- মানুষের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে
- সময়ের মূল্য বুঝতে শেখায়

যখন মানুষ মৃত্যুর কথা ভুলে যায়, তখন সে দুনিয়ার মোহে পড়ে অন্যায় ও গুনাহের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মৃত্যুর স্মরণ তার অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে এবং তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনে।

মৃত্যুচিন্তা মানুষের অন্তরকে কোমল করে তোলে। সে উপলব্ধি করে যে দুনিয়ার সুখ-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী এবং প্রকৃত সফলতা আখেরাতের সফলতায়।

মানুষের অসহায়ত্ব ও দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব

মানুষ যতই শক্তিশালী বা ক্ষমতাবান মনে করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে অত্যন্ত অসহায়। সামান্য অসুস্থতা, দুর্ঘটনা বা বিপদ মানুষকে দুর্বল করে দিতে পারে। মৃত্যুর সামনে মানুষের সব ক্ষমতা ও অহংকার ভেঙে পড়ে।

দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। আজ মানুষ যে ঘরবাড়ি, সম্পদ ও সম্পর্ক নিয়ে গর্ব করে, একদিন সবকিছু ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে। কেউ তার ধন-সম্পদ বা ক্ষমতা সঙ্গে নিতে পারবে না।

এই বাস্তবতা মানুষকে শিক্ষা দেয় যে দুনিয়ার জীবন নিয়ে অতিরিক্ত অহংকার করা উচিত নয়। বরং মানুষের উচিত এমন কাজ করা, যা মৃত্যুর পরও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

মানুষ যখন বুঝতে পারে যে দুনিয়ার জীবন অস্থায়ী, তখন সে আখেরাতের প্রস্তুতির দিকে মনোযোগী হয়। সে নেক আমল, ইবাদত ও মানবসেবার মাধ্যমে নিজের চিরস্থায়ী জীবনের সফলতা অর্জনের চেষ্টা করে।

অধ্যায় ৩. মৃত্যুর পরবর্তী জীবন

মৃত্যু মানুষের পার্থিব জীবনের সমাপ্তি হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে এটি কোনো শেষ নয়। বরং মৃত্যুর পর শুরু হয় এক নতুন ও চিরস্থায়ী জীবনের যাত্রা। মানুষ দুনিয়ায় যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিন সে পরীক্ষার মধ্যে থাকে। আর মৃত্যুর পর তার কাজের ফল প্রকাশ পেতে শুরু করে।

ইসলামে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ মানুষের প্রকৃত সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ধারিত হবে আখেরাতের জীবনে। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী হলেও মৃত্যুর পরের জীবন অনন্ত ও চিরস্থায়ী।

মৃত্যুর পর মানুষ এমন এক জগতে প্রবেশ করে, যা মানুষের চোখে দেখা যায় না। সেই জগৎকে বলা হয় বারযাখ বা কবরের জীবন। সেখানে মানুষের ঈমান ও আমল অনুযায়ী শান্তি অথবা শাস্তি শুরু হয়।

মৃত্যুর পর কী ঘটে

মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার আত্মা বা রুহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মৃত্যুর মুহূর্তে ফেরেশতারা মানুষের কাছে উপস্থিত হন। নেককার মানুষের আত্মা শান্তি ও সম্মানের সঙ্গে বের করা হয়, আর পাপীদের আত্মা কঠিনভাবে বের করা হয়।

মৃত্যুর পর মানুষকে গোসল করানো হয়, কাফন পরানো হয় এবং জানাজার নামাজের মাধ্যমে তাকে দাফন করা হয়। কিন্তু কবর দেওয়ার মাধ্যমেই মানুষের সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। বরং তখনই শুরু হয় আখেরাতের প্রথম ধাপ।

মানুষ কবরের মধ্যে নতুন এক জীবনে প্রবেশ করে। সেখানে সে তার দুনিয়ার কাজের প্রতিফল অনুভব করতে শুরু করে। পৃথিবীতে যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করেছে, সে শান্তি লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি পাপ ও অন্যায়ের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে, তার জন্য অপেক্ষা করবে কষ্ট ও শাস্তি।

মৃত্যুর পর মানুষ আর দুনিয়ায় ফিরে আসতে পারে না। তখন তার আমল করার সুযোগও শেষ হয়ে যায়। তাই ইসলামে জীবিত অবস্থায় নেক আমল করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রুহের অবস্থা

রুহ বা আত্মা মানুষের অস্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আল্লাহ মানুষের দেহে রুহ দান করেছেন বলেই মানুষ জীবিত থাকে। মৃত্যু হলে সেই রুহ দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়।

ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী, নেককার মানুষের রুহ সম্মানিত অবস্থায় ফেরেশতাদের মাধ্যমে আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের জন্য রহমত ও শান্তির ব্যবস্থা করা হয়। আর পাপী ও অবাধ্য মানুষের রুহ কষ্ট ও অপমানের সম্মুখীন হয়।

রুহ মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় না; বরং তা বারযাখের জগতে অবস্থান করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ পুনরায় মানুষকে জীবিত করবেন এবং রুহকে আবার দেহের সঙ্গে মিলিত করবেন।

রুহের অবস্থা মানুষের দুনিয়ার জীবনের ওপর নির্ভর করে। যারা আল্লাহকে স্মরণ করেছে, ইবাদত করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের রুহ শান্তিতে থাকবে। আর যারা পাপ ও অন্যায়ের মধ্যে ডুবে ছিল, তাদের রুহ কষ্টে থাকবে।

বারযাখ বা কবরের জীবন

মৃত্যুর পর মানুষ যে জগতে প্রবেশ করে, তাকে বারযাখ বলা হয়। এটি দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী একটি জীবন। মানুষ কবরের মধ্যে অবস্থান করলেও তার আত্মা বিশেষ এক অবস্থায় থাকে, যা মানুষের সাধারণ জ্ঞানের বাইরে।

বারযাখের জীবন মানুষের জন্য অপেক্ষার সময়। এখানে সে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবস্থান করবে। এই সময়েই মুনকার ও নাকীর ফেরেশতা এসে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করবেন।

যারা ঈমানদার ও নেককার, তাদের জন্য কবর হবে শান্তি ও প্রশান্তির স্থান। আর যারা অন্যায়কারী ও অবিশ্বাসী, তাদের জন্য কবর হবে ভয় ও কষ্টের জায়গা।

হাদিসে এসেছে, কবর আখেরাতের প্রথম ধাপ। যদি কেউ এখানে সফল হয়, তাহলে পরবর্তী ধাপগুলো তার জন্য সহজ হবে। আর যদি এখানে ব্যর্থ হয়, তাহলে পরবর্তী অবস্থা আরও কঠিন হবে।

বারযাখের জীবন মানুষকে এই শিক্ষা দেয় যে মৃত্যুর পরও মানুষের অস্তিত্ব শেষ হয় না; বরং সেখানে নতুন এক বাস্তবতার সূচনা ঘটে।

কবরের শান্তি ও শাস্তি

ইসলামে কবরের শান্তি ও শাস্তির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ তার দুনিয়ার আমল অনুযায়ী কবরের মধ্যে শান্তি অথবা শাস্তি লাভ করবে।

কবরের শান্তি

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, নামাজ আদায় করেছে, সৎকর্ম করেছে এবং মানুষের হক আদায় করেছে, তাদের কবর প্রশস্ত ও আলোকিত হবে।

হাদিসে এসেছে, নেককার ব্যক্তির কবর জান্নাতের বাগানের মতো হয়ে যাবে। সেখানে সে শান্তি ও প্রশান্তি অনুভব করবে। জান্নাতের দরজা তার জন্য খুলে দেওয়া হবে এবং সে জান্নাতের সুগন্ধ অনুভব করবে।

কবরের শান্তি হলো আল্লাহর রহমতের একটি নিদর্শন। এটি মুমিনদের জন্য সুসংবাদ ও প্রশান্তির কারণ।

কবরের শাস্তি

যারা আল্লাহকে অমান্য করেছে, পাপ করেছে এবং অন্যায়ের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে, তাদের জন্য কবরের শাস্তি অপেক্ষা করবে।

কবর তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং তারা ভয় ও কষ্ট অনুভব করবে। হাদিসে এসেছে, কবর এত সংকুচিত হবে যে শরীরের হাড় একে অপরের সঙ্গে মিশে যাবে। মিথ্যা বলা, গীবত করা, নামাজ ত্যাগ করা, মানুষের অধিকার নষ্ট করা এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকা—এসব কাজ কবরের শাস্তির কারণ হতে পারে।

কবরের শাস্তির আলোচনা মানুষকে সতর্ক করে দেয়, যাতে সে দুনিয়ার জীবনে অন্যায় ও গুনাহ থেকে দূরে থাকে।

শিক্ষা

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ আকীদা। মানুষ মৃত্যুর পর কবরের জীবনে প্রবেশ করবে এবং সেখানে তার আমলের ফল অনুভব করতে শুরু করবে। রুহের অবস্থা, বারযাখের জীবন এবং কবরের শান্তি ও শাস্তি—সবকিছু মানুষকে এই শিক্ষা দেয় যে দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। বরং মৃত্যুর পর রয়েছে চিরস্থায়ী জীবনের সূচনা।

তাই মানুষের উচিত আল্লাহর আনুগত্য করা, নেক আমল করা এবং আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কারণ মৃত্যুর পর মানুষের সঙ্গে থাকবে না তার সম্পদ বা ক্ষমতা; থাকবে শুধু তার ঈমান ও সৎকর্ম।

অধ্যায় ৪. মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন

মৃত্যুর পর মানুষের জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলোর একটি হলো মুনকার ও নাকীর ফেরেশতার প্রশ্ন। ইসলামী আকীদা অনুযায়ী, মানুষকে কবর দেওয়ার পর আল্লাহ দুইজন ফেরেশতা প্রেরণ করবেন, যারা মৃত ব্যক্তিকে তার ঈমান ও বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।

এই প্রশ্নগুলো শুধু মুখের উত্তর নয়; বরং মানুষের দুনিয়ার জীবনের বাস্তব আমল ও ঈমানের প্রতিফলন। দুনিয়ায় যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করেছে এবং ইসলামের পথে চলেছে, সে সহজেই উত্তর দিতে পারবে। আর যারা অবিশ্বাস, মুনাফিকি ও গুনাহের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে, তারা উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে।

মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে মৃত্যুর পরও পরীক্ষা রয়েছে এবং প্রকৃত সফলতা আখেরাতের সফলতার মধ্যেই নিহিত।

মুনকার ও নাকীর কারা

মুনকার ও নাকীর হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত দুইজন ফেরেশতা। তারা কবরের মধ্যে এসে মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করবেন। হাদিসে বর্ণিত আছে যে, তাদের চেহারা হবে ভয়ংকর এবং তাদের কণ্ঠস্বর হবে কঠোর।

তারা মানুষের ঈমান ও আমলের বাস্তবতা যাচাই করবেন। পৃথিবীতে মানুষ হয়তো মুখে ঈমানের কথা বলেছে, কিন্তু অন্তরে যদি বিশ্বাস না থাকে, তাহলে কবরের প্রশ্নের সময় সেই সত্য প্রকাশ পাবে।

মুনকার ও নাকীরের উপস্থিতি মানুষকে এই শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ মানুষের প্রতিটি কাজ সম্পর্কে অবগত এবং মৃত্যুর পরও মানুষের হিসাব গ্রহণ করা হবে।

কবরের প্রশ্নের উদ্দেশ্য

কবরের প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের ঈমান পরীক্ষা করা। মানুষ দুনিয়ায় কেমন জীবন কাটিয়েছে, সে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনেছে কি না—তা তখন স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এই প্রশ্নগুলো মানুষকে বোঝায় যে:

- শুধু মুখে ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়
- প্রকৃত ঈমানের প্রমাণ হলো সৎকর্ম ও আল্লাহর আনুগত্য
- মানুষের প্রতিটি কাজের জবাবদিহি রয়েছে

কবরের প্রশ্ন মানুষকে দুনিয়ার জীবনে সচেতন হতে শিক্ষা দেয়। কারণ মৃত্যুর পর কোনো অজুহাত বা সুযোগ থাকবে না।

প্রধান তিনটি প্রশ্ন

মুনকার ও নাকীর মৃত ব্যক্তিকে প্রধানত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করবেন।

১. “তোমার রব কে?”

ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবেন:

“তোমার প্রতিপালক কে?”

একজন মুমিন উত্তর দেবে:

“আমার রব আল্লাহ।”

এই উত্তর কেবল মুখের নয়; বরং জীবনের প্রতিটি কাজে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ।

২. “তোমার দ্বীন কী?”

এরপর জিজ্ঞেস করা হবে:

“তোমার ধর্ম কী?”

মুমিন উত্তর দেবে:

“আমার দ্বীন ইসলাম।”

এটি প্রমাণ করবে যে সে দুনিয়ায় ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেছে।

৩. “এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলতে?”

এখানে রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা বোঝানো হবে।

মুমিন উত্তর দেবে:

“তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।”

এ উত্তর প্রমাণ করবে যে সে রাসূলের শিক্ষা ও সুন্নাহ অনুসরণ করেছে।

মুমিনের উত্তর

যারা দুনিয়ায় সত্যিকার অর্থে ঈমানদার ছিল, আল্লাহ তাদেরকে দৃঢ়তা দান করবেন। তারা সহজেই সঠিক উত্তর দিতে পারবে।

এরপর তাদের কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হবে এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। তারা জান্নাতের সুগন্ধ অনুভব করবে এবং শান্তি লাভ করবে।

হাদিসে এসেছে, মুমিনের কবর জান্নাতের বাগানের মতো হয়ে যায়। সেখানে সে প্রশান্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করবে।

এটি প্রমাণ করে যে দুনিয়ার সংকর্ম ও আল্লাহর আনুগত্য আখেরাতে শান্তির কারণ হবে।

কাফির ও মুনাফিকের অবস্থা

যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে অথবা মুখে ঈমানের দাবি করলেও অন্তরে বিশ্বাস রাখেনি, তারা কবরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না।

তারা বিভ্রান্ত হয়ে বলবে:

“আমি জানি না।”

এরপর তাদের কবর সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং শান্তি শুরু হবে। তারা ভয় ও কষ্টের মধ্যে থাকবে।

মুনাফিক ও কাফিরদের এই অবস্থা মানুষকে সতর্ক করে দেয় যে শুধু বাহ্যিক পরিচয় নয়, বরং অন্তরের ঈমানই প্রকৃত সফলতার মূল।

কবরের শিক্ষা

কবরের আলোচনা মানুষের অন্তরে গভীর শিক্ষা সৃষ্টি করে।

এটি মানুষকে শেখায়:

- দুনিয়ার জীবন অস্থায়ী
- প্রকৃত সফলতা আখেরাতে
- ঈমান ও নেক আমলের গুরুত্ব
- আল্লাহর ভয় ও জবাবদিহির অনুভূতি
- পাপ থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন

কবরের জীবন ও প্রশ্নের কথা স্মরণ করলে মানুষ অহংকার ও গুনাহ থেকে দূরে থাকতে পারে এবং নেক আমলের দিকে মনোযোগী হয়।

অধ্যায় ৫. আখেরাতের ধারণা

আখেরাত ইসলামী বিশ্বাসের অন্যতম মৌলিক বিষয়। এটি এমন এক জীবন, যা মৃত্যুর পর শুরু হবে এবং যার কোনো শেষ নেই। পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী হলেও আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী।

মানুষ দুনিয়ায় যা কিছু করে, তার প্রতিটি কাজের হিসাব আখেরাতে দিতে হবে। তাই আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সৎ পথে পরিচালিত করে।

আখেরাত কী

“আখেরাত” শব্দের অর্থ হলো পরবর্তী জীবন বা পরকাল। ইসলামের দৃষ্টিতে আখেরাত হলো সেই চিরস্থায়ী জীবন, যেখানে মানুষ তার দুনিয়ার কাজের প্রতিদান পাবে।

মৃত্যুর পর মানুষ কবরের জীবনে প্রবেশ করবে, তারপর কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত হবে এবং আল্লাহর সামনে হিসাব দেবে। এরপর মানুষ জান্নাত অথবা জাহান্নামে যাবে।

আখেরাত মানুষের জীবনের প্রকৃত গন্তব্য। দুনিয়ার জীবন কেবল পরীক্ষার ক্ষেত্র।

দুনিয়া ও আখেরাতের পার্থক্য

দুনিয়ার জীবন সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আখেরাতের জীবন চিরন্তন। পৃথিবীতে সুখ ও দুঃখ দুটোই আছে, কিন্তু আখেরাতে মানুষের স্থায়ী প্রতিদান নির্ধারিত হবে। দুনিয়ায় মানুষ ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য ও ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করে। কিন্তু মৃত্যুর পর এসব কিছুই কোনো কাজে আসবে না। তখন মানুষের সঙ্গে থাকবে শুধু তার ঈমান ও আমল। দুনিয়ার জীবন একটি পরীক্ষা, আর আখেরাত হলো সেই পরীক্ষার ফলাফল।

আখেরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে।

এ বিশ্বাস:

- মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে
- নেক কাজের প্রতি উৎসাহিত করে
- আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে
- মানুষের অধিকার রক্ষা করতে শেখায়
- ধৈর্য ও আত্মশুদ্ধি বৃদ্ধি করে

যে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাস করে, সে জানে যে দুনিয়ার প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে। তাই সে সততা ও ন্যায়ের পথে চলার চেষ্টা করে।

ইসলামে আখেরাতের স্থান

ইসলামে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম স্তম্ভ। কুরআনে অসংখ্যবার আখেরাত, কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা এসেছে।

আল্লাহ মানুষকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা দুনিয়ার মোহে পড়ে নিজেদের দায়িত্ব ভুলে না যায়।

রাসূল মুহাম্মদ (সা.) সবসময় মানুষকে আখেরাতের প্রস্তুতি নিতে উৎসাহ দিয়েছেন।

তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে প্রকৃত সফলতা হলো আখেরাতে মুক্তি লাভ করা।

ইসলামের প্রতিটি ইবাদত—নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ—মানুষকে আখেরাতমুখী জীবন গঠনে সাহায্য করে।

শিক্ষা

মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন ও আখেরাতের ধারণা মানুষকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। মৃত্যু কোনো শেষ নয়; বরং এটি চিরস্থায়ী জীবনের সূচনা।

তাই মানুষের উচিত দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী মোহে ডুবে না গিয়ে আল্লাহর আনুগত্য করা, নেক আমল করা এবং আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কারণ প্রকৃত সফলতা ধন-সম্পদে নয়, বরং আখেরাতের মুক্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টিতে নিহিত।

অধ্যায় ৬. কিয়ামতের আলামত

কিয়ামত ইসলামী বিশ্বাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি সেই মহাদিবস, যেদিন সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সকল মানুষকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। কিয়ামতের আগে পৃথিবীতে বিভিন্ন আলামত বা নিদর্শন প্রকাশ পাবে, যা মানুষকে সতর্ক করবে যে পৃথিবীর সমাপ্তি নিকটে।

কুরআন ও হাদিসে কিয়ামতের অনেক আলামতের বর্ণনা এসেছে। কিছু আলামত ছোট, যা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে। আবার কিছু বড় আলামত রয়েছে, যা কিয়ামতের একেবারে কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত হবে।

ছোট আলামত

ছোট আলামত বলতে সেই সব পরিবর্তন ও ঘটনা বোঝায়, যা কিয়ামতের পূর্বে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে প্রকাশ পাবে। এসব আলামতের অনেকগুলো ইতোমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। ছোট আলামতের মধ্যে রয়েছে:

- মানুষের মাঝে অন্যায় ও জুলুম বৃদ্ধি পাওয়া
- মিথ্যা ও প্রতারণার বিস্তার
- অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা বেড়ে যাওয়া
- মানুষের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাওয়া
- সুদ, ঘুষ ও হারাম কাজের প্রসার
- জ্ঞানীদের মৃত্যু ও অজ্ঞতার বিস্তার
- সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে বলে অনুভব হওয়া

মানুষ দুনিয়ার মোহে এত বেশি ডুবে যাবে যে আখেরাতের কথা ভুলে যাবে। পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যাবে এবং মানুষের হৃদয় কঠোর হয়ে পড়বে।

এসব আলামত মানুষকে সতর্ক করে দেয় যে দুনিয়ার সমাপ্তি ধীরে ধীরে নিকটে আসছে।

বড় আলামত

বড় আলামতগুলো কিয়ামতের খুব কাছাকাছি সময়ে প্রকাশ পাবে এবং সেগুলো অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।

হাদিসে উল্লেখিত বড় আলামতের মধ্যে রয়েছে:

- দাজ্জালের আবির্ভাব
- ঈসা ঈসা (আ.)-এর পৃথিবীতে আগমন
- ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন
- সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া
- পৃথিবীতে বিশাল ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়া
- দাব্বাতুল আরদ (বিশেষ প্রাণী) বের হওয়া

এসব আলামত প্রকাশ পাওয়ার পর মানুষের তওবার সুযোগ প্রায় শেষ হয়ে যাবে। পৃথিবীতে ভয় ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে এবং মানুষ অসহায় হয়ে পড়বে।

সমাজের পরিবর্তন ও ফিতনা

কিয়ামতের আগে সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যাবে। মানুষ সত্য থেকে দূরে সরে যাবে এবং মিথ্যা ও অন্যায়কে স্বাভাবিক মনে করবে।

ফিতনা বা বিভ্রান্তি এত বেশি বৃদ্ধি পাবে যে মানুষ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করতে কষ্ট অনুভব করবে। মানুষ:

- আল্লাহর বিধান ভুলে যাবে
- দুনিয়ার সম্পদের পেছনে অন্ধভাবে ছুটবে
- আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করবে
- ধর্মীয় মূল্যবোধ উপেক্ষা করবে

হিংসা, যুদ্ধ, অশান্তি ও অনৈতিকতা সমাজে ছড়িয়ে পড়বে। মানুষের অন্তর থেকে দয়া ও মানবতা কমে যাবে।

এই ফিতনার যুগে ঈমান ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন হবে। তাই ইসলামে বেশি বেশি ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর স্মরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কিয়ামতের ভয়াবহতা

কিয়ামতের দিন হবে অত্যন্ত ভয়ংকর। পৃথিবী, আকাশ, পাহাড়, সাগর—সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষ ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়বে।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

- পাহাড় তুলার মতো উড়ে যাবে
- সাগর উত্তাল হয়ে উঠবে
- আকাশ ফেটে যাবে
- সূর্য ও চন্দ্র নিভে যাবে

সেদিন মা সন্তানকে ভুলে যাবে এবং মানুষ নিজের পরিণতির চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। কেউ কারো সাহায্য করতে পারবে না।

কিয়ামতের ভয়াবহতা মানুষকে এই শিক্ষা দেয় যে দুনিয়ার জীবন সাময়িক এবং প্রকৃত আশ্রয় কেবল আল্লাহর কাছেই।

অধ্যায় ৭. পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশ

কিয়ামতের পর আল্লাহ সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন। পৃথিবীতে যত মানুষ জন্ম নিয়েছে, সবাইকে একত্রিত করা হবে হিসাবের জন্য।

এই দিন মানুষের প্রতিটি কাজের বিচার হবে। ছোট বা বড় কোনো কাজই গোপন থাকবে না। আল্লাহ ন্যায়বিচারের মাধ্যমে প্রত্যেককে তার কাজের প্রতিদান দেবেন।

শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া

আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা ইস্রাফিল শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন। প্রথম ফুঁয়ে পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সব প্রাণী মারা যাবে।

পরবর্তীতে দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হলে সব মৃত মানুষ পুনরায় জীবিত হবে।

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে আল্লাহ মৃত মানুষকে পুনরায় জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন।

মৃতদের পুনর্জীবিত করা

শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুঁ দেওয়ার পর মানুষ কবর থেকে বের হয়ে আসবে। তারা বিস্মিত ও ভীত অবস্থায় হিসাবের ময়দানের দিকে অগ্রসর হবে।

সেদিন মানুষ বুঝতে পারবে যে দুনিয়ার জীবন সত্যিই একটি পরীক্ষা ছিল। কেউ তার কাজ অস্বীকার করতে পারবে না।

আমলনামা প্রদান

প্রত্যেক মানুষের কাজ লিখে রাখা হবে একটি বিশেষ বইয়ে, যাকে আমলনামা বলা হয়।

যাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তারা সফল ও সৌভাগ্যবান হবে। আর যাদের বাম হাতে বা পেছন দিক থেকে আমলনামা দেওয়া হবে, তারা ভয় ও লজ্জায় পড়ে যাবে।

আমলনামা মানুষের প্রতিটি কাজের সাক্ষ্য দেবে।

মিজান (কর্মের ওজন)

আল্লাহ মানুষের ভালো ও মন্দ কাজ ওজন করার জন্য মিজান স্থাপন করবেন।

যাদের নেক আমল বেশি হবে, তারা সফল হবে। আর যাদের পাপ বেশি হবে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।

এই বিচার হবে সম্পূর্ণ ন্যায্যভিত্তিক এবং কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।

পুলসিরাত

জাহান্নামের ওপর একটি সেতু স্থাপন করা হবে, যাকে পুলসিরাত বলা হয়। প্রত্যেক মানুষকে সেই সেতু পার হতে হবে।

মুমিনরা দ্রুত ও নিরাপদে পার হয়ে যাবে। কিন্তু পাপীরা সেখানে পড়ে যাবে।

পুলসিরাত মানুষের আমল ও ঈমানের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়।

আল্লাহর বিচার

কিয়ামতের দিন আল্লাহ সর্বোচ্চ বিচারক হিসেবে মানুষের বিচার করবেন। পৃথিবীতে করা প্রতিটি কাজের হিসাব নেওয়া হবে।

মানুষের জবান, হাত, পা ও শরীরের অঙ্গগুলোও তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। কেউ কোনো অন্যায় গোপন করতে পারবে না।

আল্লাহ ন্যায়বিচারের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে তার প্রাপ্য প্রতিদান দেবেন।

অধ্যায় ৮. জান্নাত ও জাহান্নাম

আখেরাতে মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য হবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম। এটি মানুষের দুনিয়ার আমলের ফলাফল।

যারা ঈমান ও নেক আমলের ওপর জীবন কাটাবে, তারা জান্নাত লাভ করবে। আর যারা আল্লাহকে অমান্য করবে, তাদের জন্য থাকবে জাহান্নামের শাস্তি।

জান্নাত

জান্নাত হলো শান্তি, সুখ ও চিরস্থায়ী নেয়ামতের স্থান। সেখানে কোনো কষ্ট, ভয় বা দুঃখ থাকবে না।

জান্নাতের নেয়ামত

জান্নাতে থাকবে:

- সুন্দর বাগান ও নদী
- সুস্বাদু খাবার ও পানীয়
- শান্তি ও নিরাপত্তা
- চিরযৌবন ও সুখ
- আল্লাহর সন্তুষ্টি

কুরআনে জান্নাতকে এমন এক স্থান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা মানুষের কল্পনারও বাইরে।

জান্নাতিদের জীবন

জান্নাতিরা সেখানে চিরকাল সুখে থাকবে। তাদের মাঝে কোনো হিংসা, কষ্ট বা দুঃখ থাকবে না।

তারা আল্লাহর রহমত ও নেয়ামতের মধ্যে অবস্থান করবে এবং কখনো মৃত্যু আসবে না।

জান্নাত লাভের উপায়

জান্নাত লাভের জন্য প্রয়োজন:

- আল্লাহর প্রতি ঈমান
 - নামাজ, রোজা ও ইবাদত
 - সৎকর্ম
 - মানুষের হক আদায়
 - পাপ থেকে দূরে থাকা
 - রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করা
-

জাহান্নাম

জাহান্নাম হলো শাস্তির স্থান। এটি কাফির, মুনাফিক ও পাপীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

জাহান্নামের শাস্তি

জাহান্নামের শাস্তি অত্যন্ত কঠিন ও ভয়াবহ হবে। সেখানে থাকবে:

- আগুনের শাস্তি
- ফুটন্ত পানি
- ক্ষুধা ও তৃষ্ণা
- ভয় ও যন্ত্রণা

এই শাস্তি মানুষকে পাপের ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পাপের পরিণতি

যারা আল্লাহকে অমান্য করবে, মানুষের অধিকার নষ্ট করবে এবং গুনাহের মধ্যে জীবন কাটাবে, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি অপেক্ষা করবে।

পাপ মানুষের অন্তরকে অন্ধকার করে দেয় এবং তাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়

জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন:

- সত্যিকার তওবা করা
- আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া
- নেক আমল করা
- হারাম কাজ থেকে দূরে থাকা
- আল্লাহর আনুগত্য করা

আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তওবা করে, আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন।

শিক্ষা

কিয়ামত, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা মানুষকে দুনিয়ার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

এই বিষয়গুলো মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতের জীবনই চিরস্থায়ী। তাই মানুষের উচিত আল্লাহর আনুগত্য করা, নেক আমল করা এবং আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

অধ্যায় ৯. আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষের জীবন, চরিত্র ও সমাজের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। একজন মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পর তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে, তখন তার চিন্তা, আচরণ ও জীবনধারা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

আখেরাতের বিশ্বাস শুধু ধর্মীয় বিষয় নয়; এটি মানুষের নৈতিকতা, মানবতা ও আত্মিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এই বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী মোহ থেকে দূরে রাখে এবং তাকে সৎ ও সুন্দর জীবনের পথে পরিচালিত করে।

নৈতিকতা ও মানবতা

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে নৈতিক ও মানবিক হতে শিক্ষা দেয়। যে ব্যক্তি জানে তার প্রতিটি কাজের হিসাব হবে, সে অন্যের প্রতি অন্যায় করতে ভয় পায়। সে মানুষের সঙ্গে ভালো আচরণ করে, সত্য কথা বলে এবং মানুষের অধিকার রক্ষা করার চেষ্টা করে। কারণ সে জানে, আল্লাহ সবকিছু দেখছেন এবং একদিন সব কাজের বিচার হবে।

আখেরাতের বিশ্বাস মানুষের অন্তরে দয়া, সহানুভূতি ও ক্ষমাশীলতা সৃষ্টি করে। ফলে সমাজে ভালোবাসা ও মানবতা বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহভীতি সৃষ্টি

আখেরাতের বিশ্বাস মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে। মানুষ বুঝতে পারে যে পৃথিবীর কোনো কাজই আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে নয়।

এই ভয় মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে এবং নেক আমলের দিকে উৎসাহিত করে। আল্লাহভীতি মানুষের চরিত্রকে সুন্দর করে এবং তাকে অহংকার ও অন্যায় থেকে দূরে রাখে।

যখন মানুষ আল্লাহকে ভয় করে, তখন সে একাকী অবস্থাতেও পাপ কাজ করতে লজ্জা অনুভব করে। কারণ সে জানে, আল্লাহ সবসময় তার কাজ দেখছেন।

পাপ থেকে বিরত থাকা

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে পাপ ও অন্যায় থেকে দূরে রাখে। একজন মুমিন জানে যে দুনিয়ার সাময়িক আনন্দের জন্য আখেরাতের শাস্তি গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

তাই সে:

- মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকে
- প্রতারণা ও জুলুম করে না
- হারাম কাজ এড়িয়ে চলে
- মানুষের ক্ষতি করা থেকে দূরে থাকে

আখেরাতের ভয় মানুষের অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাকে সৎপথে পরিচালিত করে।

ধৈর্য ও আত্মশুদ্ধি

দুনিয়ার জীবনে মানুষ নানা কষ্ট, দুঃখ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে ধৈর্য ধরতে সাহায্য করে।

সে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ ধৈর্যশীলদের উত্তম প্রতিদান দেবেন। ফলে সে হতাশ না হয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে।

এ বিশ্বাস মানুষকে আত্মশুদ্ধির পথেও পরিচালিত করে। মানুষ নিজের ভুল বুঝতে পারে, তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করে।

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা

যখন সমাজের মানুষ আখেরাতে বিশ্বাস করে, তখন সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

কারণ:

- মানুষ অন্যের অধিকার নষ্ট করতে ভয় পায়
- অন্যায় ও অপরাধ কমে যায়
- সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বৃদ্ধি পায়
- মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা তৈরি হয়

আখেরাতের বিশ্বাস একটি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অধ্যায় ১০. ইসলামী দৃষ্টিতে সফল জীবন

ইসলামের দৃষ্টিতে সফলতা শুধু ধন-সম্পদ, ক্ষমতা বা খ্যাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃত সফলতা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং আখেরাতে মুক্তি লাভ করা। দুনিয়ার জীবন একটি পরীক্ষা। তাই একজন মুসলমানের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন জীবন গঠন করা, যা তাকে জান্নাতের পথে নিয়ে যাবে।

ঈমান ও আমলের গুরুত্ব

ইসলামে ঈমান ও নেক আমলকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। শুধু মুখে ঈমানের দাবি করলেই হবে না; বরং জীবনের প্রতিটি কাজে তার প্রমাণ দিতে হবে।

নেক আমল মানুষের ঈমানকে শক্তিশালী করে এবং তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে, তার জন্য আখেরাতে সফলতার সুসংবাদ রয়েছে।

নামাজ, রোজা ও ইবাদত

ইবাদত মানুষের আত্মাকে পবিত্র করে এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করে।

নামাজ মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর স্মরণে রাখে। রোজা মানুষকে ধৈর্য, সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়।

এছাড়া যাকাত, কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়া মানুষের আত্মিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মানুষের হক আদায়

ইসলামে শুধু আল্লাহর হক নয়, মানুষের হক আদায়কেও অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করা, অন্যায় করা, কষ্ট দেওয়া বা প্রতারণা করা ইসলামে বড় গুনাহ।

একজন সফল মুসলমান:

- মানুষের সঙ্গে ভালো আচরণ করে
- সত্য কথা বলে
- প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে
- দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য করে

মানুষের হক আদায় ছাড়া পূর্ণ সফলতা অর্জন সম্ভব নয়।

তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা

মানুষ ভুল করতেই পারে। কিন্তু ইসলামে তওবার দরজা সবসময় খোলা।

যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন।

তওবা মানুষের অন্তরকে পবিত্র করে এবং তাকে নতুনভাবে জীবন শুরু করার সুযোগ দেয়।

সুন্নাহ অনুসরণ

রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।

সুন্নাহ অনুসরণ মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং আখেরাতে সফলতার পথ সহজ করে।

রাসূলের শিক্ষা:

- সততা
- দয়া
- ন্যায়পরায়ণতা
- ধৈর্য
- বিনয়

এসব গুণ মানুষের চরিত্রকে সুন্দর করে তোলে।

অধ্যায় ১১. শিক্ষা ও উপলব্ধি

আখেরাত ও মৃত্যুর আলোচনা মানুষের জীবনে গভীর শিক্ষা ও উপলব্ধি সৃষ্টি করে। এটি মানুষকে বাস্তবতা বুঝতে সাহায্য করে এবং জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

দুনিয়ার জীবন সাময়িক

দুনিয়ার জীবন খুবই অল্প সময়ের। মানুষ কিছুদিন পৃথিবীতে অবস্থান করে, তারপর তাকে চলে যেতে হয়।

ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য ও ক্ষমতা সবকিছু একদিন শেষ হয়ে যাবে। তাই দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাতকে ভুলে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন

মৃত্যু কখন আসবে কেউ জানে না। তাই মানুষের উচিত সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।

নেক আমল, ইবাদত ও মানুষের উপকার করার মাধ্যমে মানুষ আখেরাতের প্রস্তুতি নিতে পারে।

সময়ের মূল্য

সময় মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। চলে যাওয়া সময় আর কখনো ফিরে আসে না।

তাই মানুষের উচিত সময়কে সঠিক কাজে ব্যবহার করা এবং পাপ ও অলসতায় সময় নষ্ট না করা।

সৎকর্মের গুরুত্ব

সৎকর্মই মানুষের প্রকৃত সম্পদ। মৃত্যুর পর ধন-সম্পদ বা ক্ষমতা কোনো কাজে আসবে না; কাজে আসবে শুধু নেক আমল।

মানুষের উচিত:

- সত্য কথা বলা
- মানুষের উপকার করা
- আল্লাহর ইবাদত করা
- অন্যায় থেকে দূরে থাকা

এসব কাজ আখেরাতে মুক্তির কারণ হবে।

অধ্যায় ১২. উপসংহার

মানবজীবনের সবচেয়ে বড় এবং অস্বীকার করার অযোগ্য সত্য হলো মৃত্যু। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষকেই একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। কেউ ধনী, কেউ গরিব; কেউ ক্ষমতাবান, কেউ সাধারণ—মৃত্যুর সামনে সবাই সমান। মানুষ যতই দুনিয়ার সুখ, সম্পদ ও ক্ষমতার পেছনে ছুটুক না কেন, একদিন তাকে সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই মৃত্যু শুধু একটি সমাপ্তি নয়; বরং এটি মানুষের প্রকৃত জীবনের সূচনা।

ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতের জীবনই চিরস্থায়ী। পৃথিবীতে মানুষ কিছুদিনের জন্য পরীক্ষার মধ্যে থাকে। এই পরীক্ষায় যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করবে, নেক আমল করবে এবং মানুষের হক আদায় করবে, সে আখেরাতে সফলতা লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার মোহে পড়ে অন্যায় ও গুনাহের মধ্যে জীবন কাটাবে, তার জন্য অপেক্ষা করবে কঠিন পরিণতি।

আখেরাতের বিশ্বাস মানুষকে বাস্তবতা উপলব্ধি করতে শেখায়। মানুষ বুঝতে পারে যে পৃথিবীর সব সৌন্দর্য, ধন-সম্পদ ও খ্যাতি একদিন শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তার কাজের ফল চিরকাল তার সঙ্গে থাকবে। তাই মানুষের উচিত দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আনন্দে ডুবে না গিয়ে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

মৃত্যুর অনিবার্যতা

মৃত্যু এমন এক সত্য, যা থেকে কোনো মানুষ পালাতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসে অসংখ্য রাজা-বাদশাহ, ধনী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি এসেছেন, কিন্তু কেউ মৃত্যুকে পরাজিত করতে পারেনি।

মৃত্যু মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে পৃথিবীর জীবন খুবই অল্প সময়ের। আজ যে মানুষ শক্তিশালী ও গর্বিত, কাল সে মাটির নিচে চলে যেতে পারে। তাই দুনিয়ার সম্পদ ও ক্ষমতা নিয়ে অহংকার করার কোনো সুযোগ নেই।

মৃত্যুর অনিবার্যতা মানুষকে সচেতন হতে শিক্ষা দেয়। কারণ কেউ জানে না কখন তার জীবনের শেষ মুহূর্ত চলে আসবে। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত সবসময় নেক আমল ও সৎকর্মের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত রাখা।

আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন

দুনিয়ার জীবন কয়েক বছরের হলেও আখেরাতের জীবন অনন্ত ও চিরস্থায়ী। মৃত্যুর পর মানুষ আবার জীবিত হবে এবং আল্লাহর সামনে তার প্রতিটি কাজের হিসাব দেবে। এরপর তার জন্য নির্ধারিত হবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

আখেরাতের জীবন কখনো শেষ হবে না। জান্নাতের সুখ যেমন চিরস্থায়ী, তেমনি জাহান্নামের শাস্তিও অত্যন্ত ভয়াবহ। তাই ইসলামে আখেরাতকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জীবন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

দুনিয়ার জীবন মানুষকে আখেরাতের প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ দেয়। এখানে করা প্রতিটি ভালো কাজ আখেরাতে পুরস্কার বয়ে আনবে এবং প্রতিটি অন্যায়েরও বিচার হবে। এই বিশ্বাস মানুষকে দায়িত্বশীল করে এবং তাকে সৎ পথে চলতে উৎসাহিত করে।

মানুষের করণীয়

মানুষের উচিত দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের প্রস্তুতির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা।

এর জন্য প্রয়োজন:

- আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখা
- নিয়মিত নামাজ ও ইবাদত করা
- সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা
- মানুষের হক আদায় করা
- পাপ ও অন্যায় থেকে দূরে থাকা
- রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করা

এছাড়া মানুষের উচিত অহংকার, হিংসা, লোভ ও প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

কারণ এসব গুনাহ মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

তওবা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেও মানুষ নিজের জীবনকে সুন্দর করতে পারে। আল্লাহ

অত্যন্ত দয়ালু এবং আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইলে তিনি বান্দার গুনাহ ক্ষমা করেন।

সফলতার প্রকৃত অর্থ

পৃথিবীর মানুষ সাধারণত ধন-সম্পদ, খ্যাতি ও ক্ষমতাকেই সফলতা মনে করে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত সফলতা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং আখেরাতে জান্নাত লাভ করা।

দুনিয়ার সম্পদ ও সম্মান মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু নেক আমল মানুষের সঙ্গে চিরকাল থাকে। তাই প্রকৃত সফল ব্যক্তি সেই, যে দুনিয়ায় সৎ ও নৈতিক জীবন যাপন করে এবং আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

আল্লাহর আনুগত্য, মানুষের উপকার করা, সত্যবাদিতা, ধৈর্য ও নেক আমলই মানুষের প্রকৃত সম্পদ। এসব গুণ মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত করে।

অতএব, মানুষের উচিত দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী মোহে হারিয়ে না গিয়ে এমন জীবন গঠন করা, যা তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের মুক্তির পথে পরিচালিত করবে। কারণ প্রকৃত সফলতা কেবল আখেরাতের সফলতার মধ্যেই নিহিত।